দৈনিক সংবাদ

026

তারিখ 25 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

25 NOV 1988

শিক্ষা বোর্ড দুর্বল

...ময়মনসিংহ শহরে গাঙ্গিনার পারে অবস্থিত প্রবাহ বিদ্যানিকেতন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ছাত্রসংখ্যা কাগজেপত্রে ৩০০ জন। শোনা যায় বেশ কিছু দিন আগে একজন স্কুল পরিদর্শক সেখানে যেয়ে নাকি মাত্র ৭৮ জন ছাত্রের দেখা পান। ঘটনাটা কত দূর সত্য জানি না।

একটি বেসরকারী স্কুল পরিচালনা আজকের দিনে সহজ নয়। সরকারী অনুদান আছে বলেই বহু বেসরকারী স্কুল টিকে আছে। এসব স্কুলে একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে। আলোচ্য স্কুলটিতেও আছে। বিদ্যালয়টি ছোট হলে কী হবে। কমিটির প্রতাপ দুর্দান্ত। আর তা না হলে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ কী করে গত দু'বছরের উপর ধরে অমান্য করে চলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড একবার এই স্কুলটির স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়। পরে শর্তসাপেক্ষে পুনরায় স্বীকৃতি দেয়। দু'মাসের উপর হল সেই শর্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ পূরণ করেননি। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তারপর টুঁ-শব্দটিও করছেন না। ফলে প্রবাহ বিদ্যানিকেতনের একজন সহকারী শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ভাট আজও চাকরি ফিরে পাননি। গত আড়াই বছর ধরে তিনি দেন-দরবার করে চলেছেন। আর্থিক সংকটে তার পরিবারটি জর্জরিত।

প্রবাহ বিদ্যানিকেতনের স্থায়ী সহকারী শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ভাট প্রধান শিক্ষক আবদুল আলিমের অনুমতি নিয়েই ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে এম, এড প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তাকে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি চাকরিচ্যুত করে। তিনি এর বিরুদ্ধে বোর্ডের আপীল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটির নিকট আবেদন করেন। গত ১৯৮৭ সালের ২৬শে জুলাই বোর্ডে আপীল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেনি এবং গোপাল চন্দ্র ভাটকে চাকরিতে পুনর্বহাল করার জন্য নির্দেশ দেয়।

কিন্তু বোর্ডের এই নির্দেশ মানতে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি টালবাহানা করে। এসব দেখে মনে হয় স্কুল ম্যানেজিং বোর্ডের কর্মকর্তাদের কিছু আত্মীয়স্বজন ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাদের কী ধরনের প্রভাব এখানে কাজ করছে, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

পরবর্তী এক সময়ে বোর্ড তাদের নির্দেশ মোতাবেক গোপাল চন্দ্র ভাটকে পুনর্বহাল না করার জন্য যখন স্কুলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হয়ে গোপাল চন্দ্র ভাটকে পুনর্বহালের শর্তে পুনঃ স্বীকৃতির আবেদন জানান।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে এক চিঠিতে বোর্ড স্কুলকে জানায় যে গোপাল চন্দ্র ভাটকে ১০ দিনের মধ্যে পুনর্বহাল করতে হবে নতুবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তারপর চলতি সালের ৩১শে জানুয়ারী দ্বিতীয়বার বোর্ড পত্র দিয়ে উক্ত শিক্ষককে ৭ দিনের মধ্যে পুনর্বহালের জন্য সময় দেয়, এরপর ২৯শে মার্চ প্রবাহ বিদ্যানিকেতনের স্বীকৃতি বোর্ড প্রত্যাহার করে। এই স্বীকৃতিপত্রের কপি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মহাপরিচালককে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষও এই চিঠির কপি পেয়েছেন।

এরপর বিদ্যালয় উপ-পরিদর্শক, প্রবাহ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষককে একটি চিঠি দেন (তারিখ ৪-৮-১৯৮৮)। চিঠিতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিবেচনা করে এবং গোপাল চন্দ্র ভাটকে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পদে পুনঃগ্রহণ করা হবে প্রধান শিক্ষকের অঙ্গীকারপত্র প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়টির স্বীকৃতি পুনর্বহাল করা হয়। উক্ত শিক্ষককে দু'মাসের মধ্যে গ্রহণের কথা উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল। ওই নির্ধারিত সময়সীমার পরও তাকে স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়নি। এরপর প্রবাহ বিদ্যানিকেতনের সহকারী শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ভাট ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অফিসে বার বার এসেছেন। তাকে মৌখিক আশ্বাস তারা দিচ্ছেন। কিন্তু নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ চলে গেল এবং সব মিলিয়ে আড়াই বছর ধরে তিনি চাকরিচ্যুত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। অথচ তাকে পুনর্বহাল করা হচ্ছে না। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকও এব্যাপারে নীরব আছেন।

বোর্ড যদি তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষমতা না রাখেন, তবে এ যাবৎ এত সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান ও স্কুলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং স্বীকৃতি পুনর্বহাল করার মত পদক্ষেপ কি একান্তই লোক দেখানো?

বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্কুলকে অনায়াসে জানিয়ে দিতে পারতেন যে, আগে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত উক্ত শিক্ষককে পুনর্বহাল করা হোক, তারপর স্বীকৃতির পুনর্বহালের আবেদন বিবেচনা করা হবে। প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির পূর্ববর্তী আচার-আচরণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকার পর শুধু প্রধান শিক্ষকের অঙ্গীকারপত্রের উপর ভরসা করেছে বোর্ড কোন যুক্তিতে? যেখানে প্রধান শিক্ষকের সম্মতি নিয়েই সহকারী শিক্ষক এমএড প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে গিয়ে চাকরিচ্যুত হলেন প্রধানতঃ প্রধান শিক্ষকের চক্রান্তে, সেখানে সেই প্রধান শিক্ষকের অঙ্গীকারের উপর ভরসা করার যুক্তি কোথায়?

যেখানে প্রধান শিক্ষক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, সেখানে ছাত্রদের শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্যই তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ম্যানেজিং কমিটি যেখানে স্বেচ্ছাচার ও অযৌক্তিক জেদকে আঁকড়ে থাকে সেখানে স্কুল পরিচালনা কতটা সুষ্ঠুভাবে সম্ভব তা গোপাল চন্দ্র ভাটের কেস থেকে আঁচ করা যায়। জেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা কতদূর প্রসারিত জানিনা। কিন্তু তিনিও সম্ভবতঃ অসহায় দর্শকের মত নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। কারণ ওই স্কুলের ঘটনাবলী তথা জনাব ভাটকে পুনর্বহাল সংক্রান্ত চিঠিপত্রের কপি তার কাছেও গিয়েছে। অথচ এক্ষেত্রে তার কোন ভূমিকা নেই। জেলা প্রশাসনের ভূমিকা অনুপস্থিত।

স্কুলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করুক, এটা কারোর কাম্য নয়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ যখন সমস্ত স্বাভাবিক ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে চলেছেন, তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন না এবং বোর্ডের পুনঃনির্দেশ বার বার উপেক্ষা করছেন, তখন এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার রয়েছে। আর সে কাজটি হল বোর্ডের নির্দেশ বাস্ত-

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

না দুর্বলতা দেখাচ্ছেন

বায়নের কাজে সহযোগিতা।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে নৈরাজ্য ও নীতিহীনতার শিকার তার জন্য ঢালাওভাবে শিক্ষা বিভাগকে দায়ী করলে স্বস্তি পাওয়া যেত। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সে ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতার বোঝা কিংবা ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য উর্ধতন বিভাগকে দায়ী করে হাত ধুয়ে ফেলতে পারতেন।

প্রায়ই দেখা যায় যে, বেসরকারী স্কুল স্থাপিত করা হয় বিশেষ একটি মূল্যবোধের তাড়নায়। গাঙ্গিনার পারে অবস্থিত প্রবাহ বিদ্যানিকেতন তার ব্যতিক্রম নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে শিক্ষা বিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ কিছু স্কুল-কলেজ বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। প্রবাহ বিদ্যা নিকেতন ও মুক্তিযুদ্ধের পর স্থাপিত হয়েছিল সেই একই লক্ষ্য সামনে রেখে। আজ সেখানে শিক্ষাদানের ব্যাপারটি কোন্ পর্যায়ে পৌছেছে, তা একজন শিক্ষককে হয়রানি করা থেকে বুঝা যায়।

একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আচরণ ও নীতিবোধ যদি যে কোন উপায়ে স্বকার্য সাধনের মানসিকতা দ্বারা চালিত হয়, তাহলে ছাত্রদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সেই মানসিকতা সংক্রমিত হয়নি, এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবেন না।

সহকারী শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ভাটকে উক্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ পুনর্বহাল না করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। শিক্ষা বোর্ডের হস্তক্ষেপ তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। কিন্তু তারপর দেখা গেল শিক্ষা বোর্ডও তাদের কালহরণের নীতির কাছে কার্যতঃ আত্মসমর্পণ করেছে। নতুবা উক্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার পথ থেকে তারা সরে দাঁড়ালেন কেন? শিক্ষা বোর্ড বলবেন ছাত্রদের লেখাপড়া ক্ষতি হয় বলেই তারা নমনীয় মনোভাব নিয়েছিলেন। খুবই ভালো কথা। কিন্তু তাদের দেয়া শর্ত যখন স্কুল কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করলেন এবং আজও অমান্য করে চলেছেন তখন একটি দৃঢ় ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বোর্ড কী কারণে গড়িমসি করছেন।

খবর নিয়ে জানা গেছে যে, সহকারী শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ভাট বার বার এসে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিকট ব্যাপারটির ফয়সালা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রতিবারই তাকে আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় (ময়মনসিংহ) দৈনিক পত্রিকায় উক্ত শিক্ষকের হয়রানির কাহিনী বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এনিয়ে চিঠিপত্রও প্রকাশিত হয়েছে ময়মনসিংহের একটি দৈনিকে।

দুর্বলের পক্ষে সুবিচার পাওয়া কত কঠিন ও বিড়ম্বনাময় গোপাল চন্দ্র ভাটের ব্যাপারটি তার চমৎকার উদাহরণ। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার দাবীর ন্যায্যতা সম্পর্কে সজাগ এবং তার পক্ষে নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বেশ কিছু দূর তারা দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়েও গিয়েছেন। তারপর দেখা গেল, ব্যাপারটির চূড়ান্ত ফয়সালার ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতায় ভাটা পড়েছে।

এ রকম পরিস্থিতিতে শুধু জনাব ভাটকে স্বপদে পুনর্বহালের বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলা যথেষ্ট নয়, স্কুল ম্যানেজিং/কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত হওয়া দরকার। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেশী দেখানোর ব্যাপারে স্থানীয়ভাবে কথা উঠেছে। এটা নিছক বিরূপ প্রচারণা, সত্যাসত্যর খোঁজ-খবরও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, অন্যক্ষেত্রে সততার পরিচয় দিবে এরকম আশা করার কোন কারণ আছে কি? এ প্রশ্নটাও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড সমীপে রাখতে চাই।

কিন্তু তার আগে একটি বিষয় চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। তাহল, একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে অযৌক্তিকভাবে বরখাস্তকৃত শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ভাটের আশু পুনর্বহাল। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে এই কাজটি সর্বাগ্রে করতে হবে।

সরকার বেসরকারী বিদ্যালয়কে যখন অনুদান দেন, তার কতকগুলো শর্ত থাকে। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতা, শিক্ষাদানের মান, নিয়ম-শৃংখলা ইত্যাদি। বেসরকারী স্কুলগুলো শুধুমাত্র ছাত্র বেতনের ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না। শিক্ষকরা খেয়ে-পরে বাঁচার মত বেতন পেলেই অনন্যমনা হয়ে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকতে পারেন। একথা বিবেচনা করে সরকারীকরণ সম্ভবপর নয় এরূপ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার অনুদান হিসেবে অর্থ মঞ্জুর করে থাকেন।

গত দু'বছর প্রবাহ বিদ্যানিকেতনের স্কুল ম্যানেজিং কমিটির আচরণ যুক্তি ও ন্যায়নীতিবর্জিত, তা তাদের কার্যকলাপ থেকে স্পষ্ট। একজন শিক্ষককে এম, এড প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। অবশ্যই বেসরকারী স্কুলগুলো যেভাবে চলে আসছে অনেক ক্ষেত্রে এখানেও একজন শিক্ষককে ওই ধরনের অনুমতি দেয়া হয়েছে মৌখিকভাবে। কোন লিখিত আবেদন চাওয়াও হয়নি, দেয়াও হয়নি। কারণ, এরকম প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে উঠতে পারে না, শিক্ষকটি প্রশিক্ষণ নিয়ে এলে শিক্ষাকার্যে তার লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষাপদ্ধতি কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষাগ্রহণকালে তাকে একতরফাভাবে বরখাস্ত করা হয়। প্রধান শিক্ষক এখানে সততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার এই অন্যায় কার্য আপীল এণ্ড আরবিট্রেশন কমিটি অনুমোদন করে না। প্রধান শিক্ষকের এই কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে, তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি তথা ছাত্রদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যাপার অপেক্ষা ক্ষুদ্র স্বার্থের দলাদলিতে লিপ্ত থাকতে পছন্দ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে একটি তদন্ত পরিচালনা এবং তদনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটির পুনর্গঠন। সংশ্লিষ্ট স্কুলের কোন শিক্ষকের আত্মীয় যেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে না থাকে সেদিকেও নজর রাখা দরকার। নতুবা কমিটি দলাদলির আখড়ায় পরিণত হবে।